একটা পারিবারিক সম্পর্ক

"আমাদের পিতা"
মথি ৬ ঃ ৯ পদ।

প্রার্থনা অরম্ভ করবার আগে আমাদের অবশ্যই বুঝে নিতে হবে আমরা কে, অর্থাৎ আমাদের পরিচয় কি। রোমীয় ১২ ঃ ৩ পদে পৌল আমাদের বলেছেন, "নিজেকে যতটুকু বড় মনে করা উচিত, তার চেয়ে বেশী বড় তোমরা নিজেকে মনে করো না।" এটা ভাল উপদেশ। যে লোকেরা বলে "আমিই ঈশ্বর" তারা নিজেকে সব কিছুর উপরে প্রভু বলে মনে করে। তাদের যে প্রার্থনা করা দরকার, তারা তা মনেও করে না। কিন্তু আমরা যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এবং তাঁকে ভালবাসি, যদি সত্যই বুঝি যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান, তাহলে তা প্রার্থনার সময় আমাদের আরও বিশ্বাস বা আস্থা এনে দেবে।

"তোমরা তো দাসের মনোভাব পাওনি যার জন্য ভয় করবে, তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে পেয়েছ, যিনি তোমাদের পুত্রের অধিকার দিয়েছেন। সেই জন্যই আমরা ঈশ্বরকে 'আব্বা' অর্থাৎ 'পিতা' বলে ডাকি (রোমীয় ৮ ঃ ১৫ পদ)।

ঈশ্বরের পুত্র হওয়া বাস্তবিকই একটি আশ্চর্য ব্যাপার! ঈশ্বরের পরিবারের মধ্যে পৃথিবীর সকল গোত্র, বংশ ও সকল জাতির বিশ্বাসীরা আছে। এমন একটা পরিবারের লোক বা সভ্য হওয়া এবং তাদের ভাইবোন হিসাবে পাওয়া, কত না আনন্দের বিষয়! ঈশ্বর আমাদের পিতা, তিনি আমাদের ভালবাসেন, আর আমাদের সকল প্রয়োজন মেটান, এটাও একটি আশ্চর্যের বিষয়।

তাই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা সাহসের সংগেই পিতার কাছে আসতে পারি। অবশ্য শ্রদ্ধার সংগে ও নম্রভাবে আমাদেরকে তাঁর সমনে আসতে হবে। ভয়ের কোন কারণ নেই কারণ আমরা তো জানি যে পিতা আমাদের ভালবাসেন!

পাঠের খসড়া

সন্তানদের পিতা

যে বিশ্বাস পরিত্রাণ দেয়

যে বিশ্বাস রক্ষা করে

সন্তানদের ভ্রাতৃত্ব

পুরণ চিন্তাধারা চলে গেছে

নুতন চিন্তাধারা এসেছে

সন্তানদের কাজ

আত্মাদের লাভ করা

ঈশ্বরের আরাধনা করা

পাঠের লক্ষ্যগুলি

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

- খ্রীষ্টিয় জীবনে চলার পথে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।
- ২ করিন্থীয় ৫ : ১৬—১৭ পদের মূল বা আসল নীতিটি কিভাবে একজন ঈশ্বরের সন্তানের জীবন ও উপাসনাকে প্রভাবিত করে, তা বলতে পারবেন।
- ঈশ্বরের সন্তানদের সবচেয়ে বড় কাজ কি তা নির্ণয় করতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ

১) রোমীয় ৮ঃ ১২—১৭ পদ পড়ুন এবং ১৫ পদ মুখস্থ করুন।

২) ঈশ্বরের পরিবারের লোক নয়, এমন যে কোন একজনের কথা চিন্তা করুন এবং প্রার্থনার সময় তার নাম উচ্চারণ করে তার জন্য প্রার্থনা করুন।

৩) মূল শব্দের তালিকাটি ভাল করে পড়ুন।

৪) পাঠের বিস্তারিত বিবরণটি এক একটি অংশ করে পড়ুন ও পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

৫) পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়া শেষ করে, পাঠের লক্ষ্যগুলি আবার দেখুন এবং সেখানে যা বলা হয়েছে, সেগুলো ঠিকমত করতে পারেন কিনা, সে বিষয় নিশ্চিত হন।

মূল শব্দাবলী

এই বইয়ের শেষে মূল শব্দাবলীর পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। আপনি প্রয়োজন মত তা ব্যবহার করবেন। এর সাহায্যে কোর্সটি বুঝতে সুবিধা হবে। নীচের কঠিন শব্দগুলির অর্থ পরিভাষা অংশে দেখে নিন। তাছাড়া অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য আপনার নিজের নোট খাতায় নতুন শব্দ ও তাদের অর্থ লিখে রাখতে পারেন।

সাদৃশ্য	পক্ষপাত	আর্তঃস্বরে
ভ্রাতৃত্ব	মাহাত্ম্য	ভ্রাতৃসংঘ

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ

সন্তানদের পিতা

লক্ষ্য—১ঃ পরিত্রাণ লাভের সময়ে এবং আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনে চলার পথে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা কি তা আলোচনা করা।

আমাদের পিতা! কি অপূর্ব এই কথাটি চিন্তা করতে গিয়েই মানুষের সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বরের যে সংকল্প ছিল সেদিকে আমাদের মন আকৃষ্ট হয় ও আমাদের হৃদয় এক অপূর্ব আনন্দে ভরে ওঠে।

ঈশ্বর প্রেমময়। এই প্রেম কখনও একতরফা হতে পারে না। অন্যের সংগে এই প্রেমের বিনিময় বা ভাগাভাগি হওয়া আবশ্যক, নতুবা তা কখনও সত্যিকার প্রেম হতে পারে না, এই জন্যই ঈশ্বর নিজের সাদৃশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন।

ঈশ্বর একটা সুন্দর উদ্যান বা বাগান তৈরী করে মানুষকে তার মধ্যে রেখেছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ঈশ্বর এবং মানুষ একসাথে এই উদ্যানের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন এবং কথা বলতেন তাদের এই সহভাগিতা ছিল এক অপূর্ব সহভাগিতা। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর ভালবাসার অংশিদার করতে চেয়েছিলেন ও তার কাছ থেকেও ভালবাসা পেতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন মানুষ যেন, তাঁকে নিজের ইচ্ছায় ভাল বাসে আর তাই তিনি মানুষকে পছন্দ করবার ক্ষমতা দিলেন। এটিকে আমরা বলি "স্বাধীন ইচ্ছা"

এর পর পাপ এলো। শয়তান আদম ও হবাকে লোভ দেখালো। তারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে শয়তানের মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে তাদের প্রভুর আদেশ অমান্য করলো। ফলে মানুষের সংগে ঈশ্বরের সহ-ভাগিতা নষ্ট হোল। ঈশ্বর এবং মানুষের মাঝে পাপ এসে বাধা হয়ে দাড়াল। তাদের ভালবাসা ভাগাভাগি করার আর কোন পথ রইলনা। তাকে ঈশ্বরের উদ্যান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোল ও যে পর্য্যন্ত মুক্তিদাতা জগতে না আসেন ও জগতের সমস্ত পাপ মুছে না ফেলেন, সে পর্য্যন্ত তাকে বলিদানের মাধ্যমে রক্ত উৎস্বর্গ করতে ও এইভাবে ঈশ্বরকে ডাকতে শেখান হোল।

১। মানুষের সংগে ঈশ্বরের সহভাগিতা নষ্ট হয়েছিল কিসের জন্য ?

... ...

পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করাই ছিল তখনকার দিনে উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের দেওয়া নিয়ম-কানুন মেনে চলার উপরে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক।

এর পর নবীরা বা ভাববাদীরা এসে বললেন যে, একজন উদ্ধার-কর্তা আসবেন। তাঁর নাম হবে "আমাদের সংগে ঈশ্বর" (ইম্মানুয়েল) তিনি এসে পাপ মুছে ফেলবেন, আর তখন মানুষ আবার ঈশ্বরের সংগে গমনা গমন করবে বা চলাফেরা করবে ও কথা বলবে। এই উদ্ধারকর্তাই মানুষকে আত্মায় এবং সত্যে উপাসনা করতে শক্তি দান করবেন।

২) যীশু আসবার আগে মানুষের উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্যটি কি ছিল ?

... ...

যীশু এলেন। তিনি এই পৃথিবীতে নিষ্পাপ জীবন যাপন করলেন কিন্তু পাপী মানুষরা তাকে ক্রুশে টাংগিয়ে বধ করল। আর এই ভাবেই তিনি আমাদের জন্য ঈশ্বরের "মেষ শাবক" স্বরূপ হলেন। তিনি সেই "বলি," যার উপর সকল মানুষের পাপের বোঝা দেয়া হয়েছিল। পিতা ঈশ্বর আমাদের পাপ তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাকেই পাপীর জায়গায় দাঁড় করালেন। পাপের শাস্তি যে মৃত্যু তাও তিনি ভোগ করলেন। তিনি মরলেন, আর লোকেরা তাঁকে একটা কবরের মধ্যে রাখলো। যেহেতু তিনি কোনই পাপ করেননি, তাই মৃত্যু তাঁকে ধরে রাখতে পারলোনা। তিনি কবর থেকে উঠে এলেন। তিনি পাপ এবং মৃত্যুকে জয় করলেন। এর পর তিনি তাঁর শিষ্য-দের বললেন সেই সুখবর প্রচার করতে। সকল মানুষের কাছে তাদের এই কথা বলতে হবে যে, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে আবার ভালবাসা ভাগাভাগী করার সুযোগ এসেছে। ঈশ্বর ও মানুষ আবার এক সংগে চলতে পারবে।

৩) আমাদের পাপের মূল্য কে দিয়েছেন ?..... .....

যে বিশ্বাস পরিত্রাণ দেয় ঃ—

আপনি কিভাবে তা পেতে পারেন ? বাইবেল বলে, "যদি তুমি যীশুকে প্রভু বলে মুখে স্বীকার কর এবং অন্তরে বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন, তবেই তুমি পাপ থেকে উদ্ধার পাবে।" (রোমীয় ১০ ঃ ৯ পদ)। ধন্য ঈশ্বরের নাম। কথাটি একবার চিন্তা করুন। আপনি যদি বিশ্বাস করেন আর তাঁকে ডাকেন, তাহলেই উদ্ধার পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, প্রথমে আপনাকেই ডাকতে হবে।

"যে কেউ তাঁর উপরে বিশ্বাস করে সে নিরাশ হবে না। যিহুদী ও অযিহুদীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ সকলের একই প্রভু। যারা তাঁকে ডাকে তিনি তাদের উপর প্রচুর আশীবাদ ঢেলে দেন। পবিত্র শাস্ত্রে আছে, উদ্ধার পাবার জন্য যে কেউ প্রভুকে ডাকে, সে উদ্ধার পাবে "(রোমীয় ১০ ঃ ১১-১৩ পদ)।

৪) সব চেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

• মানুষ ঈশ্বরের সন্তান হয় ঃ—

ক) নতুন বিশ্বাসীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় পাশ করবার দ্বারা।

খ) তাদের পাপ কাজ ত্যাগ করবার দ্বারা।

গ) যীশু জীবিত, আর তিনি ঈশ্বরের পুত্র একথা বিশ্বাস করবার দ্বারা।

তাহলে পরিত্রাণ শুরু হয় প্রার্থনার মাধ্যমে ; প্রভুকে ডাকার মাধ্যমে ; প্রভুর কাছে নিজের পাপ স্বীকার এবং মন পরিবর্তনের মাধ্যমে ; যীশুই যে উদ্ধারকর্তা এবং ঈশ্বরের পুত্র যিনি মৃত্যুকে জয় করে উঠেছেন এই কথা বিশ্বাসের মাধ্যমে ; তাকে মুখে স্বীকার এবং বিশ্বাসের সাথে প্রার্থনা আরম্ভ করার মাধ্যমে। হাল্লেলুইয়া।

৫) পরিত্রাণ লাভের সময় প্রার্থনার স্থান কি ?

রোমীয় ১০ ঃ ১২ পদটি লক্ষ্য করুন। এই স্থানটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর যিহুদী ও অযিহুদীর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন

না। তিনি চান যেন সকলেই পরিত্রাণ পায়; সকলেই কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয় ও বিশ্বাস পূর্বক তাকে ডাকে।

এখানে ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিষয় আরো আলোচনা দরকার। ক্রুশের উপর যীশুর মৃত্যু অথবা পুনরুত্থানের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যায় নি। এগুলি হোল এই পরিকল্পনার প্রাথমিক অংশ মাত্র। আমরা জানি যে যারা যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস করে তাঁরা তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ফলে ঈশ্বরের সন্তান হয়। যেমন লেখা আছে—"যত জন তাঁর উপরে বিশ্বাস করে তাঁকে গ্রহণ করলো, তাদের প্রত্যেককে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দিলেন" (যোহন ১ঃ১২ পদ)। তাহলে পরিকল্পনাটির মূল বিষয়, ঈশ্বরের সন্তান হওয়া। ঈশ্বর এমন সন্তান চান, যারা তাঁকে ভালবাসবে ও তাঁকে "পিতা" বলে ডাকবে।

৬) যোহন ১ঃ১২ পদ পড়ুন। যারা। যীশুকে গ্রহণ করে, ঈশ্বর তাদের কি অধিকার দেন?...

... ...

... ...

ঈশ্বর সেই প্রথম যা চেয়েছিলেন, আজও তাই চান। তিনি মানুষের সংগে তাঁর ভালবাসা ভাগাভাগি করতে চান। তিনি মানুষের সহভাগিতা চান, তিনি তাদের সাথে থাকতে চান। এই জন্যই উপাসনা এত দরকার। ঈশ্বর এমন সন্তান চান, যারা তাঁর উপাসনা করবে ও তাঁকে ভালবাসবে। কেবল মাত্র ঈশ্বরের সন্তানরাই ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে। কেবল মাত্র যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করে, তারাই বিশ্বাসের সাথে প্রার্থনা করতে পারে।

তাহলে প্রার্থনা শুরু হয় যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করা ও অন্তরে তাকে বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে। আর এর ফলেই আমরা পিতা ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি।

৭) প্রতিটি সত্য উক্তি চিহ্নিত করুন।

ক) আমরা যীশুকে ছাড়াও পরিত্রাণ পেতে পারি।

খ) ঈশ্বর পাপীদের ঘৃণা করেন।

গ) যে কেউ ঈশ্বরের সন্তান হতে পারে।

ঘ) কেবল মাত্র ঈশ্বরের সন্তানরাই ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে।

জগতের শেষে ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তানেরা যখন স্বর্গে একত্রিত হবে, তখন তাদের উদ্দেশ্য করে উচ্চরবে এই কথা ঘোষনা করা হবে, "এখন মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের থাকবার জায়গা হয়েছে। তিনি মানুষের সংগেই থাকবেন এবং তারা তাঁরই লোক হবে। তিনি নিজেই মানুষের সংগে থাকবেন এবং তাদের ঈশ্বর হবেন" (প্রকাশিত ২১ঃ৩ পদ)। এখানে আমরা সেই বিষয় লক্ষ্য করি যা প্রথম থেকে ঈশ্বর পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন।

হ্যা এটাই ছিল তার অনাদি পরিকল্পনা। যারা বিশ্বাস করে, তাদের জীবনে, ঈশ্বর এই পরিকল্পনার কাজ, এখন থেকেই শুরু করে দেন।

যারা বিশ্বাসে তাঁকে ডাকে, তারা সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরের সংগে সহভাগিতা শুরু করতে পারে। তারা প্রার্থনা ও উপাসনায় তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারে। তারা এই পৃথিবীতেই ঈশ্বরের ভালবাসা পেতে পারে। তাদের স্বর্গে যাওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয় না।

যে বিশ্বাস রক্ষা করেঃ—

ঈশ্বরের ভালবাসা কখনও শেষ হয় না। এটাই তাঁর ভালবাসার মাহাত্ম। আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনো তিনি আমাদের ভালবেসেছেন। কিন্তু আমরা তাঁকে ভালবাসিনি, আর তাই তিনি আমাদের সংগে সহভাগিতা করতে পারেননি। কিন্তু আমরা যখন বিশ্বাস করি যে, যীশুই ঈশ্বরের পুত্র। তিনি আমাদের পাপের জন্য মরেছেন ও মৃত্যুকে জয় করে উঠেছেন, তখন আমরা আবার

তাঁর উপাসনা করতে পারি ও তাঁর সংগে কথা বলতে পারি। বিশ্বাসের ফলেই আমরা ঈশ্বরের সন্তান হই। যতক্ষন আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখি, ততক্ষন অন্য কোন কিছুই আমাদের মধ্যকার ভালবাসা ভাঙতে পারে না।

৮) ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যেকার সহভাগিতা আবার স্থাপিত হয়—
ক) ভাল হওয়ার জন্য আপ্রান চেষ্টা দ্বারা
খ) পাপের জন্য রক্তের নৈবদ্য বা বলিদান উৎসর্গের দ্বারা।
গ) যীশু খ্রীষ্টকে উদ্ধারকর্তা রূপে গ্রহনের দ্বারা।

আমরা যদি তাঁর উপর আমাদের বিশ্বাস ত্যাগ করি, তাহলে তাঁর সংগে আমাদের সহভাগিতা অবশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে। ভালবাসা নিজের ইচ্ছায় হতে হবে। ঈশ্বর নিজের ইচ্ছায় আমাদের ভাল-বেসেছেন। কিন্তু আমরা যদি তাঁর উপর থেকে বিশ্বাস তুলে নেই তাহলে তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসাও চলে যাবে। ঈশ্বরের সংগে সহভাগিতা আর থাকবে না।

আমরা বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ পাই আর এই বিশ্বাসের দ্বারাই পরিত্রাণ রক্ষা করি। আমরা যদি বিশ্বাস রক্ষা করে চলি, তবে আমাদের পরিত্রাণও রক্ষা হয়। আমরা যদি বিশ্বাস ত্যাগ করি, তাহলে ঈশ্বরের সংগে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি নষ্ট হয়ে যায়। বিশ্বাস চলে গেলে, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসাও থাকে না। আমরা আবার পাপ ও অবিশ্বাসের মধ্যে পড়ি। (অর্থাৎ আমরা আমাদের পরিত্রাণ হারাই)।

৯) একজন বিশ্বাসী তার পরিত্রাণ হারায়, যখন সে—
ক) যীশু খ্রীষ্টের উপর থেকে তার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।
খ) কোন একটা পাপ কাজ করে।
গ) তার মণ্ডলী ছেড়ে অন্য মণ্ডলীতে যোগ দেয়।

আমরা উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রার্থনার দ্বারাই ঈশ্বরকে ডাকি। প্রার্থনার মাধ্যমেই আমাদের এবং ঈশ্বরের মধ্যেকার ভালবাসা আবার স্থাপিত হয়। আর এই প্রার্থনার দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের

সংগে আমাদের সহভাগিতা টিকিয়ে রাখি। ভালবাসার আদান প্রদান করা দরকার, আর আমরা যখন ঈশ্বরের সংগে আমাদের ভালবাসার আদান-প্রদান ত্যাগ করি, তখন ঈশ্বরের সংগে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। প্রার্থনা এবং উপাসনার দ্বারা আমাদের বিশ্বাস ও ভালবাসা শক্তিশালী থাকে।

সন্তানদের ভ্রাতৃত্ব

লক্ষ্য—২ : করিন্থীয় ৫ : ১৬—১৭ পদের অর্থ ব্যাখ্যা করে, এটি একজন ঈশ্বরের সন্তানের বিষয়ে কি বলে তা বলা।

এই অংশটির নাম, "সন্তানদের ভ্রাতৃত্ব"। "ভ্রাতৃত্ব" মানে "ভাইয়ের মত হওয়া বা "একে অন্যের ভাই হওয়া।

বিশ্বাসীরা কিভাবে একে অন্যের ভাই হতে পারে? একই "পিতা থাকার দ্বারা এটা সম্ভব। যেদিন আমরা পাপ থেকে মন ফিরাই আর খ্রীষ্টকে আমাদের ত্রাণকর্তারূপে স্বীকার করি, সেই দিনই আমরা ঈশ্বরের সন্তান হই এবং ভ্রাতৃসংঘের একজন সদস্যরূপে গণ্য হই।

যারা একই পিতার সন্তান তারা একে অন্যের ভাই। যখন আমরা ঈশ্বরকে "আমাদের পিতা বলি, তখন আমরা স্বীকার করি যে, তাঁর সকল সন্তানরাই আমাদের ভাই। "ঈশ্বর যাদের আগে থেকেই চিনতেন, তাদের তিনি তাঁর পুত্রের মত হবার জন্য আগেই ঠিক করেও রেখেছিলেন, যেন সেই পুত্র অনেক ভাইদের মধ্যে প্রধান হন। (রোমীয় ৮ : ২৯ পদ)। একবার ভাবুন। সকল সত্যিকার বিশ্বাসীরাই আমাদের ভাই-বোন। প্রথম থেকেই ঈশ্বরের পরিকল্পনা হোল 'অনেক ভাইদের মধ্যে খ্রীষ্ট হবেন 'বড়ভাই আর ঈশ্বর হবেন 'অনেক ভাইদের পিতা।

১০) প্রতিটি সত্য উক্তি চিহ্নিত করুন

ক) সকলেই আমাদের ভাই-বোন।
খ) ঈশ্বর যদি আমাদের পিতা হন, তাহলে যীশু আমাদের বড়ভাই।

গ) ভাল হওয়ার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্তান হই।
ঘ) ঈশ্বর আমাদের পিতা হতে চান না।

পুরোনো চিন্তাধারা চলে গেছে।

ঈশ্বর মানুষকে দুই দলে ভাগ করেন। হ্যাঁ, তাঁর চোখে কেবল মাত্র দুটি দলই আছে। যারা তাঁর পরিবারের লোক, আর যারা তাঁর পরিবারের লোক নয়। মানুষ যেভাবে জগতকে দেখে, ঈশ্বর সেইভাবে দেখেন না। তিনি বলেন না, ঐ লোকটি বাংলাদেশী, ঐ লোকটি সাদা, ঐ লোকটি অশিক্ষিত, ইত্যাদি। "তিনি কখনই এইভাবে বিচার করেন না। জগতই মানুষকে ঐ ভাবে ভাগ করে। ঈশ্বর মানুষের মাপকাঠিতে বিচার করেন না। তিনি কেবল দুটি দল দেখতে পান—যারা তাঁর সন্তান, আর যারা সন্তান নয়। তাই তিনি মানুষের দিক তাকিয়ে বলেন, "এটি আমার সন্তান, এটিও আমার সন্তান, কিন্তু ঐটি আমার সন্তান নয়"। অবশ্য ঈশ্বরের সন্তান হওয়া বা না হওয়া আমরাই ঠিক করি অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্তান হব কি হব না, সেটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিজেদের পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করে।

১১) ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কেবল মাত্র দুই রকমের মানুষ আছে তারা কারা ?

... ...

... ...

ঈশ্বর মানুষকে যে চোখে দেখেন আমাদেরও তেমনি দেখা উচিত। ঈশ্বরের পরিবারে **পক্ষপাতের** কোনই স্থান নেই। জগত-মানুষকে জাতি, বংশ, গোত্র, এবং সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী ভাগ করে। কিন্তু আমাদের কেবল মাত্র দুটি দল দেখা উচিত—যারা আমাদের ভাই—বোন, আর যারা তা নয়।

১২) প্রতিটি সত্য উক্তি চিহ্নিত করুন।

ক) ঈশ্বর সকল মানুষকে ভাল বাসেন।
খ) মানুষকে ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন।

গ) সকল মানুষ ঈশ্বরের সন্তান।
ঘ) সকল মানুষই পরস্পর ভাই-বোন।

নতুন চিন্তাধারা এসেছে।

আপনি হয়তো বলছেন, "এ কেমন করে হতে পারে? ঈশ্বরের পরিবারে আমরা সবাই তো এক রকম হতে পারি না। "তা সত্য, আর যে বিষয়গুলি মানুষকে বিভিন্নতা দেয় বা ভিন্ন ভিন্ন রকম করে, সেগুলি ঈশ্বর দূর করতেও চাননি। ঈশ্বর আমাদের হৃদয়কে তাঁর ভালবাসার দ্বারা এমনভাবে ভরে দিতে চান, যেন মানুষে মানুষে আর কোন পার্থক্য না থাকে।

তাই, যে আমেরিকান, সে আমেরিকানই থাকবে। যে বাংলাদেশী সে বাংলাদেশীই থাকবে, যার গায়ের রং কালো, সে কালোই থাকবে। আর যে সাদা, সে, সাদা-ই থাকবে। ঈশ্বর তো আমাদের জাতীয়তা, বংশ, অথবা গোত্র বদলাতে বলেন না। তিনি বিভিন্ন প্রকার লোকদের এক সংগে, ভালবাসায় ও শান্তিতে বাস করা সম্ভব করে তোলেন। এটা কেমন করে সম্ভব? এক পরিবারভুক্ত হয়েই এটা সম্ভব। হ্যাঁ, পবিত্র আত্মার সাহায্যে ও প্রার্থনার সাহায্যে পরিবারের মধ্যে একতা আসে; আর এর ফলেই এটা সম্ভব হয়। যে পরিবার এক সংগে প্রার্থনা করে তারা এক সংগে থাকে,— কথাটি খুবই সত্য। বাবা-মা ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ছোট একটা পরিবারের বেলায় একথা যেমন সত্য। সমস্ত জগতের বহু বংশ ও জাতি নিয়ে গঠিত ঈশ্বরের পরিবারের বেলায়ও একথা তেমনি সত্য। প্রার্থনা সব কিছুই বদলাতে পারে।

১৩) ২ করিন্থীয় ৫ : ১৬ পদ অনুসারে আমরা যেন মানুষকে তার বাইরের অবস্থা দেখে বিচার না করি-এর মানে—

ক) আমরা সকল মানুষকে সমান মনে করবো।
খ) যে পার্থক্যগুলি মানুষকে বিভক্ত করে, আমরা সেগুলি দূর করতে চেষ্টা করবো।
গ) আমাদের মধ্যে নানা পার্থক্য থাকলেও আমরা বিশ্বাসীদেরকে ভাই বলে গ্রহণ করবো।

অনেকে এখনও ঈশ্বরের সন্তান হয়নি, কারণ তারা খ্রীষ্টকে তাদের ত্রাণকর্তারূপে বিশ্বাস করতে চায় না। তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে বা তাঁকে "আমাদের পিতা" বলতে পারে না। যারা বিশ্বাস করে, তাদের ভাই ও তারা নয়। একজন বিশ্বাসী যখন কোন একজন অবিশ্বাসী লোকের দেখা পায়, তখন সে তাকে "ভাই" বলতে পারে না। কেন? কারণ, তার পিতা ও বিশ্বাসীর পিতা একই ব্যক্তি না তারা এক পরিবারের লোকও নয়। যারা তাঁকে বিশ্বাস করতে চায়নি, যীশু তাদের বলেছিলেন "শয়তানই আপনাদের পিতা আর আপনারা তারই সন্তান" (যোহন ৮ : ৪৪ পদ)।

অপরপক্ষে, একজন বিশ্বাসীর সাথে যখন অন্য একজন বিশ্বাসীর দেখা হয়, তারা ভিন্ন বংশ বা জাতির লোক হলেও, একে অন্যের প্রতি ভালবাসা অনুভব করে, কারণ তারা পরস্পর ভাই ভাই। তারা একই পরিবারের লোক। একজন ঈশ্বরের সন্তানের পক্ষে, জাতি বা বংশ নয়, বরং অবিশ্বাসই একমাত্র কারণ, যা অন্যদের তার কাছ থেকে দূরে রাখে। সে কখনই তাদের সংগে আপন হতে পারে না।

১৪) কোন বিষয়টি ঈশ্বরের সন্তানকে অন্য লোকদের থেকে দূরে রাখে?... ... ...

... ...

সন্তানদের কাজ

লক্ষ্য—৩ : খ্রীষ্টিয় সেবা ও উপাসনায় ঈশ্বরের সন্তানদের স্থান ও দায়িত্ব বর্ণনা করা।

আত্মাদের লাভ করা

এই পৃথিবীতে থাকাকালে ঈশ্বরের সন্তানরা কি করে? ঈশ্বর তাদের এই পৃথিবীতে রাখেন কেন? এর একটা বিশেষ কারণ আছে। ঈশ্বরের পরিবার এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। কেউ যে বিনষ্ট হয় ঈশ্বর তা চান না। তিনি চান যেন সকলেই তাঁর পরিবারভুক্ত

হয় ও বাঁচে! কিন্তু যীশু লোকদের জন্য কি করেছেন তা যখন তারা শোনে, কেবল তখনই বিশ্বাস করতে পারে ও এই পরিবার ভুক্ত হতে পারে। তাই ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের একটা বিশেষ কাজ দিয়েছেন। তিনি তাদের সমস্ত পৃথিবীতে গিয়ে সকলের কাছে খ্রীষ্টের সুখবর প্রচার করতে বলেছেন। কি সুন্দর কাজ! কি সুন্দর দায়িত্ব।

কিন্তু আমরা একা নই। তাই এ কাজে ভয়ের কিছু নেই। যীশু ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন। যখন আমরা ব্যর্থ হই, তখনও তিনি আছেন। তিনি আমাদের প্রার্থনা বা মিনতি শুনে পিতা ঈশ্বরকে আমাদের প্রয়োজনের কথা বলেন। তিনি আমাদের পক্ষেই কাজ করেন।

আমরা যে ঈশ্বরের সন্তান, পবিত্র আত্মা সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন রাখেন ও উপাসনা করতে ও প্রভুতে আনন্দ করতে উৎসাহ দেন। এই জ্ঞান আমাদের একথাও বুঝতে সাহায্য করে যে ঈশ্বর আমাদের যা করতে বলেন তা আমরা করতে পারি, ও ঈশ্বরকে আব্বা পিতা বলেও নির্ভয়ে ডাকতে পারি।

কিভাবে প্রার্থনা করা উচিৎ তা না জানলে, পবিত্র আত্মা আমাদের হয়ে প্রার্থনা করে থাকেন। যখন আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা বুঝতে পারিনা, আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছা কি, তা আমাদের কাছে যখন অনিশ্চিত মনে হয়, তখন পবিত্র আত্মা আমাদের জন্য এমন আর্তস্বরে প্রার্থনা করেন যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সত্যি তিনি আমাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী!

১৫) পবিত্র আত্মা কখন আমাদের জন্য প্রার্থনা করে থাকেন?

... ...

মানুষের পরিত্রানের জন্য প্রার্থনা করবার সময় প্রায়ই দেখা যায় পবিত্র আত্মা কোন এক অজানা ভাষায় আমাদের মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করেন। আর এই ভাবেই তিনি আমাদের বোঝা হাল্‌কা করে

দেন ও আমাদের প্রার্থনায় সাহায্য করেন। পবিত্র আত্মা আমাদের জানা এবং অজানা ভাষার মধ্য দিয়ে উৎসাহ দেন ও শক্তি যোগান যেন সেই শক্তি নিয়ে আমরা জগতের কাছে সাক্ষ্য দিতে পারি, এবং লোকদের খ্রীষ্টের পক্ষে জয় করতে পারি। পবিত্র আত্মা আমাদের প্রার্থনা করতে সাহায্য করেন। পবিত্র আত্মা আমাদের উপাসনায় সাহায্য করেন। কিন্তু কি জন্য? যেন আমরা আমাদের কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হই।

ঈশ্বরের আরাধনা করা

প্রার্থনা কি? প্রার্থনা হোল ঈশ্বরের সাথে একটা বিশেষ সম্পর্ক। এই সম্পর্কটি কখনো কখনো ঈশ্বরের সাথে কথা বলবার মধ্য দিয়ে, আবার কখনো বা এটি একটা নীরব সম্পর্ক। আমরা প্রার্থনাকে উপাসনা থেকে আলাদা ভাবে উল্লেখ করেছি। কারণ, প্রার্থনার বেশীর ভাগই লোকদের প্রয়োজন সম্পর্কীয়, কিন্তু উপাসনা প্রধানতঃ

ঈশ্বরের প্রসংশা সম্পর্কীয়।

অনুতাপ করা, যাচনা করা, অন্বেষন করা, আঘাত করা, মুক্ত করা, দাবি করা, আবেদন করা, "ইত্যাদি শব্দগুলি প্রার্থনার ধারণা দেয়।

অপর পক্ষে "প্রশংসা, ধন্যবাদ, ধ্যান, অধ্যয়ন, সম্মান, গৌরব, আনন্দ, ইত্যাদি শব্দগুলি উপাসনা বর্ণনা করে। এইগুলি হোল প্রার্থনা ও উপাসনায় ঈশ্বরের সন্তানদের কাজ।

আমরা ঈশ্বরের সংগে যোগাযোগ করি	
... ...	
প্রার্থনা	উপাসনা
অনুতাপ করা	প্রশংসা
যাচনা করা	ধন্যবাদ
অন্বেষন করা	ধ্যান
আঘাত করা (দরজায়)	অধ্যয়ন
মুক্ত করা	সম্মান
দাবি করা	গৌরব
বিশ্বাস করা	আনন্দ
আবেদন করা	

আপনি যখন উপরের কাজগুলির সংগে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ যোগ করবেন, তখন দেখা যাবে, আপনি এমন দুটি পথ আবিষ্কার

করতে পেরেছেন, যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পরিবারের লোকেরা তার সংগে যোগাযোগ করে।

১৬) প্রতিটি সত্য উক্তি চিহ্নিত করুন।

ক) আমরা বাইবেল পড়ে ঈশ্বরের সংগে যোগাযোগ করতে পারি।
খ) প্রার্থনা, কথা বলার মাধ্যমে অথবা নীরবে হতে পারে।
গ) উপাসনা হোল সাধারণতঃ ঈশ্বরের প্রশংসা করা।
ঘ) ঈশ্বর মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে চান না।

প্রার্থনা আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসে। প্রার্থনা আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে, যার ফলে ঈশ্বর আমাদের যা দেবেন বলেছেন, সেগুলি আমরা যখন পাপ করি ও অনুতপ্ত চিত্তে, যিনি আমাদের পক্ষে অনুরোধ করছেন, সেই যীশুকে ডাকি তখন তিনি আমাদের আরও কাছে আসেন। বিপদ আপদে প্রার্থনাই আমাদের জন্য শক্তি নিয়ে আসে। আমাদের উপাসনা জীবন যতই বৃদ্ধি পাবে ততই আমরা প্রার্থনা করতে পারব ও এর সাহায্য ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা আরও বৃদ্ধি পাবে। কিভাবে "সর্বদা প্রার্থনা" করতে হয় তা আমরা পরে শিখবো কিন্তু এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, একজন ঈশ্বরের সন্তানের কাছে প্রার্থনা হবে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই স্বাভাবিক।

এই অধ্যায় শেষ করবার আগে আরেকটি বিষয় বলতে চাই। আমরা যখন ঈশ্বরের সামনে আসি তখন ভয়ের কিছুই নাই। মনে রাখবেন যে, তিনি "আমাদের পিতা"। কোন ছেলে অপরিচিত লোকদের সামনে ভয় পেতে পারে। কিন্তু সে তার বাবাকে ভয় করে না। তাই আমরা যখন প্রার্থনা করি তখন সাহসের সংগে আসতে হবে। আমাদের আনন্দ গান করতে করতে ঈশ্বরের সামনে আসতে বা প্রশংসা করতে করতে তার ঘরে (প্রাংগনে) প্রবেশ করতে বলা হয়েছে। গীত-১০০ থেকে কথাগুলো নিজেই পড়ুন। আমাদের উচিত তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া তাঁর নামের প্রশংসা করা। ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হওয়া মোটেই ভয়ের ব্যাপার বলে মনে হয় না। তাই নয় কি? এটাকে নিজ ঘরের মতই মনে

হয়,—পরিবারে সকলে একত্রে মিলিত হওয়ার মত এটি। আর ঈশ্বরও ঠিক তাই চান। কারণ তিনি "আমাদের পিতা" আর আমরা তাঁর সন্তান।

১৭) গীত ১০০, কিভাবে আমাদের ঈশ্বরের সামনে আসতে বলে?

... ...

পরীক্ষা—২

এই পাঠ শেষ করে প্রয়োজন হলে আবার দেখে নিন। তারপর নীচের পরীক্ষাটি দিন। আপনার উত্তরগুলো বইয়ে দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। কোন উত্তর ভুল লিখলে সে বিষয় আবার পড়ুন।

সংক্ষেপে লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন।

১) ঈশ্বর প্রথম থেকে মানুষের সাথে কি রকম সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন ?… … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … …

২) কোন একজন ঈশ্বরের সন্তান কিভাবে ঈশ্বরের সামনে বা কাছে আসতে পারে, তার পাঁচটি উপায় লিখুন ?… … … …

… … … … … … … … … … … … … … … …

৩) ঈশ্বরের চোখে মানুষ কেবল দুটি দলে বিভক্ত। এই দুটি দল কি কি ?… … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … …

৪) কোন্ তিনটি উপায়ে পবিত্র আত্মা আমাদের প্রার্থনায় সাহায্য করেন ?… … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … …

বেছে নিন। প্রত্যেক প্রশ্নের একটিমাত্র ঠিক উত্তর আছে। ঠিক উত্তরটি বেছে নিন ও চিহ্নিত করুন।

৫) ২ করিন্থীয় ৫:১৬ পদ বলে যে, আমরা যেন মানুষকে তার বাইরের অবস্থা দেখে বিচার না করি, এর মানে—

ক) আমরা সব মানুষকে আমাদের ভাই মনে করবো।

খ) যে পার্থক্যগুলি মনুষকে বিভক্ত করে, আমরা সেগুলি দূর করতে চেষ্টা করবো।

গ) আমাদের মধ্যে নানা পার্থক্য থাকলেও আমরা বিশ্বাসীদের ভাই বলে গ্রহণ করবো।

৬) সত্য-মিথ্যা। প্রতিটি সত্য উক্তি চিহ্নিত করুন।

ক) আমরা প্রার্থনা করি বলে পরিত্রাণ পাই।

খ) আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি বলে প্রার্থনা করি।

গ) হেঁটে চলার সময়ও আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি।

ঘ) গানের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি।

৭) নীচের যে কথাগুলি প্রার্থনা বর্ণনা করে, সেগুলির পাশে "প" এবং যেগুলি উপাসনা বর্ণনা করে, সেগুলির পাশে "উ" লিখুন।

ক) যাচ্‌না

খ) গৌরব

গ) প্রশংসা

ঘ) আবেদন

ঙ) সম্মান

চ) অনুতাপ

ছ) অন্বেষণ

জ) ধন্যবাদ

ঝ) দাবি

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর

১) মানুষের অবাধ্যতা।

২) পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করা

৩) যীশুখ্রীষ্ট।

৪) গ) যীশু জীবিত, আর তিনি ঈশ্বরের পুত্র, একথা বিশ্বাস করবার দ্বারা।

৫) কৃত পাপের জন্য অনুতাপ ও বিশ্বাস পূর্বক ঈশ্বরকে ডাকা।

৬) ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার।

৭) ক) মিথ্যা
খ) মিথ্যা
গ) সত্য
ঘ) সত্য

৮) গ) যীশুখ্রীষ্টকে উদ্ধারকর্তারূপে গ্রহণের দ্বারা।

৯) ক) যীশুখ্রীষ্টের উপর থেকে তার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

১০) ক) মিথ্যা
খ) সত্য
গ) মিথ্যা
ঘ) মিথ্যা

১১) যারা ঈশ্বরের সন্তান—
যারা ঈশ্বরের সন্তান নয়—

১২) ক) সত্য
খ) সত্য
গ) মিথ্যা
ঘ) মিথ্যা

১৩) গ) আমাদের মধ্যে নানা পার্থক্য থাকলেও আমরা বিশ্বাসীদের ভাই বলে গ্রহণ করবো।

১৪) অবিশ্বাস

১৫) আমাদের কি রকম প্রার্থনা করা উচিত তা যখন বুঝিনা!

১৬) ক) সত্য
খ) সত্য
গ) সত্য
ঘ) মিথ্যা

১৭) আনন্দ গান, প্রশংসা এবং স্তব সহকারে বা ধন্যবাদ সহকারে।